কলকাতা উচ্চ আদালতে

দেওয়ানী আপিল বিচার ক্ষেত্র

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি সৌমেন সেন

এবং

মাননীয় বিচারপতি উদয় কুমার

২০২২ সালের এমএটি ৫৮৬

সহ

আই.এ নং. ২০২২-এর সিএএন ১

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

বনাম

সোমনাথ ঘোষ ও অন্যান্য

সঙ্গে

২০২২ সালের এমএটি ৭৭৩

সঙ্গে

আই.এ নং. ২০২২-এর সিএএন ৩

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

বনাম

অপর্ণা মণ্ডল সাহা

উভয় আপিলে রাজ্য/আপিলকারীর জন্য	শ্রী এস. এন. মুখার্জি, মাননীয়. এ. জি.
	শ্রী বিশ্বব্রত বসু মল্লিক, উকিল
	শ্রী সঞ্জীব দাস, উকিল
উত্তরদাতার জন্য ২০২২	শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, সিনিয়র উকিল
সালের এমএটি ৫৮৬	শ্রী উজ্জয় রায়, উকিল
	শ্রী অর্পা চক্রবর্তী, উকিল
উভয় আপিলে মাদ্রাসাহ	শ্রী প্রসেনজিৎ মুখার্জি, উকিল
সার্ভিস কমিশনের জন্য	শ্রীমতী মধুরিমা সরকার, উকিল

২০২২ সালের ম্যাট ৭৭৩-এ শ্রী শুভ্রাংসু পান্ডা

উত্তরদাতা নং ১/

রিট পিটিশনারের জন্য

শুনানি শেষ হয়েছেঃ ১৭ অক্টোবর, ২০২৩

রায়ঃ **১৯ অক্টোবর, ২০২৩**

বিচারপতি সৌমেন সেন,

১. আপিলটি ২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখের একটি আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যেখানে বিদ্বান একক বিচারক বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, ২০০৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশন আইন প্রবর্তনের আগে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত আবেদনকারীদের অধিকার বিবেচনা করার জন্য মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশন এবং আবেদনকারীদের শুনানির সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করার কথা মনে রেখে যে, যে প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের স্কুল পরিষেবা কমিশন (রামকৃষ্ণ মিশনের মতো) দ্বারা নয়, তাদের নিজস্ব শিক্ষক নিয়োগের বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তাদের সম্প্রতি সাধারণ স্থানান্তরের সুবিধা পাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. যদিও উক্ত আদেশটি নির্দোষ বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু মাদ্রাসা কমিশন আইন কার্যকর হওয়ার আগে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সাধারণ বদলির জন্য প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করার জন্য স্কুল শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিবের এখতিয়ার সম্পর্কিত উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে, মাদ্রাসা স্কুলে স্থানান্তরিত হওয়ার পরে তাদের মামলাটি পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন, ১৯৯৭ (সংক্ষেপে '১৯৯৭ আইন') এর অধীনে সাধারণ বদলির জন্য বিবেচনা করা যেতে পারে কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার, যদিও তাদের সকলকেই স্কুল সার্ভিস কমিশন আইনের অধীনে নিয়োগ করা হয়েছিল, অর্থাৎ, দ্বিখণ্ডনের আগে।

৩. বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু বিষয়ক শিক্ষা বিভাগ উভয়ই এই বিতর্কিত আদেশে ক্ষুব্ধ।

৪. আপিলকারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন জনাব অ্যাটর্নি জেনারেল। অ্যাটর্নি জেনারেল বর্তমান মামলায় প্রযোজ্য প্রাসঙ্গিক সংবিধির একটি সংক্ষিপ্ত পটভূমি দিয়েছেন।

৫. পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন, ১৯৯৭ ১লা এপ্রিল, ১৯৯৭-এ জারি করা হয়েছিল, যেখানে এই আদালতের মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা সম্প্রতি প্রবর্তিত এবং বহাল রাখা ধারা ১০এ, ১০বি এবং ১০সি-র মতো স্থানান্তরের কোনও বিধান ছিল না।

৬. ২০০৬-০৭ সময়কালে রিট আবেদনকারীদের মাদ্রাসার সংশ্লিষ্ট পরিচালনা কমিটি দ্বারা স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

৭. শ্রী অ্যাটর্নি জেনারেল রিট পিটিশনের ২য় অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন যেখানে পশ্চিমবঙ্গের নিয়োগের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. ২০০৮ সালের ২২২৪ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন, ২০০৮ (সংক্ষেপে '২০০৮ আইন') জারি করা হয়।

৯. ১৯৯৭ সালের আইন সংশোধন করা হয়েছিল যেখানে ধারা ২(এন) এর "স্কুল" এর সংজ্ঞা থেকে "মাদ্রাসা" শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং ধারা ২(পি) এর "শিক্ষক" এর সংজ্ঞা থেকে "মাদ্রাসা শিক্ষক" শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছিল।

১০. ২০০৮ সালের আইনের ৮ নং ধারাটি ২০১০ সালের ৯ই জুন সংশোধন করা হয় যাতে মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনের শিক্ষক/অ-শিক্ষক কর্মীদের স্থানান্তর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন নিয়োগ (শিক্ষক ও অ-শিক্ষক পদে নিয়োগ ও স্থানান্তরের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন ও সুপারিশ) বিধিমালা, ২০১০ ১২ই নভেম্বর, ২০১০-এ ২০০৮ সালের আইনের ৮ নম্বর ধারার ১৮ নম্বর ধারার অধীনে জারি করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালাটির ৩৩ নম্বর ধারায় মাদ্রাসার শিক্ষকদের স্থানান্তরের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে।

১১. ২০১৩ সালের ১১ই জুলাই থেকে ২০১৪ সালের ২০শে জানুয়ারি পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের সাধারণ বদলি প্রবর্তনের জন্য ১০ (বি) ধারা যুক্ত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (সাধারণ স্থানান্তর) বিধিমালা, ২০১৩ ৩৪শে অক্টোবর, ২০১৩-এ ১৭ ধারার অধীনে জারি করা হয়, যা ১৯৯৭ সালের আইনের (২০১৩) ১০ (বি) ধারার সঙ্গে পাঠ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (সাধারণ স্থানান্তর, বিশেষ ভিত্তিতে স্থানান্তর এবং পুনর্বণ্টন) বিধিমালা, ২০১৫ ২০১৩ সালের বিধিমালা বাতিল করে ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৫-এ জারি করা হয়। ২০২১ সালের ২৮শে জুন, উৎসবশ্রী অনলাইন স্থানান্তর পোর্টাল চালু করা হয়, যাতে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের তাদের পছন্দের রাজ্যের যে কোনও বিদ্যালয়ে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করার সুযোগ দেওয়া যায়।

১২. ২০০৬-২০০৭ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশ অনুসারে মাদ্রাসায় নিযুক্ত বিভিন্ন শিক্ষক কর্তৃক ২০২২ সালের WPA নং ১২০২ সম্বলিত একটি রিট পিটিশন দাখিল করা হয়েছিল,

উৎসবশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে এবং ২০১৫ সালের নিয়ম অনুসারে মাদ্রাসা থেকে স্কুলে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করার অধিকার চাওয়া হচ্ছে। ২২শে ফেব্রুয়ারী, ২০২৩ তারিখে এই হাইকোর্টের মাননীয় একক বেঞ্চ, ২০২২ সালের ডবলু পি এ নং ১২০২-এ একটি আদেশ জারি করে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, স্কুল শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিবকে আবেদনকারীদের শুনানি করার এবং উৎসবশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য তাদের আবেদনের বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত আদেশ প্রদানের নির্দেশ দেয়।

১৩. ১১ই এপ্রিল, ২০২২-এ বর্তমান আবেদনটি, ২০২২-এর এমএটি ৫৮৬ হিসাবে স্কুল শিক্ষা বিভাগ দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল। ৪ঠা নভেম্বর, ২০২২-এ ২০২২-এর সিপিএএন নম্বর ১০৭১ সম্বলিত একটি অবমাননার আবেদন আবেদনকারী দ্বারা দায়ের করা হয়েছিল। ১৪ শতাংশ ডিসেম্বর, ২০২২-এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, উত্সশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে স্থানান্তরের সুবিধা পাওয়ার জন্য আবেদনকারীর জন্য অনাপত্তি শংসাপত্র পাওয়ার বিষয়ে এমএএমই বিভাগের মতামত নেওয়া প্রয়োজন।

১৪. ২০২২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর স্কুল শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিব এমএএমই বিভাগকে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন, যাতে আবেদনকারীদের উৎসবশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য একটি এনওসি প্রদানের বিষয়ে তাদের মতামত অনুরোধ করা হয়েছিল।

১৫. ২১শে ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে এমএএমই বিভাগ অনাপত্তি সনদ প্রদানে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করে। ২৩শে ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে প্রধান সচিব, স্কুল শিক্ষা বিভাগ ১৪.১২.২০২২ তারিখের কার্যধারার উপর নির্ভর করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করেন এবং ৩০.১২.২০২২ তারিখে শুনানির তারিখ নির্ধারণ করেন।

১৬. বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিব ২০২৩ সালের ১০ই জানুয়ারি একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এমএএমই বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত ২১.১২.২০২২ তারিখের যোগাযোগের আলোকে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ আবেদনকারীদের আবেদন গ্রহণ করতে পারেনি। ২০২৩ সালের ১৮ই জানুয়ারি মাননীয় ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারী এবং মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনকে প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দেয়।

১৭. পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন নিয়োগ (শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী পদে নিয়োগ ও স্থানান্তরের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন ও সুপারিশ) বিধিমালা, ২০২৩ ১৯শে এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে ১৮ ধারার অধীনে, ২০০৮ সালের ৮,৯ ও ২৪ ধারার সাথে পাঠ করে এবং ২০১০ সালের বিধিমালা বাতিল করে জারি করা হয়েছিল।

১৮. শ্রী অ্যাটর্নি জেনারেল এই ভিত্তিতে বিতর্কিত আদেশের সমালোচনা করেছেন যে মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষকদের একই ব্যবহার করা যাবে না। নিম্নলিখিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে অবস্থানঃ

i) মাদ্রাসার শিক্ষকরা পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশন আইন, ২০০৮ এবং পশ্চিমবঙ্গ স্কুল পরিষেবা এর আওতায় রয়েছেন। এই ধরনের মাদ্রাসার শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ১৯৯৭ সালের কমিশন আইন আর প্রযোজ্য নয়।

ii) ১৯৯৭ সালের আইনটি ২০০৮ সালে সংশোধিত হয় এবং ১ জানুয়ারী, ২০০৯ থেকে কার্যকর হয়। ১৯৯৭ সালের আইনের ধারা ২(এন) এর "স্কুল" এর সংজ্ঞা থেকে "মাদ্রাসা" শব্দটি বাদ দেওয়া হয় এবং ১৯৯৭ সালের আইনের ধারা ২(পি) এর "শিক্ষক" এর সংজ্ঞা থেকে "মাদ্রাসা শিক্ষক" শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ২০০৮ সালের আইনটি ২২.৮.২০০৮ তারিখে জারি করা হয় এবং এটি কার্যকর হওয়ার পর, মাদ্রাসার শিক্ষকরা ২০০৮ সালের আইন দ্বারা পরিচালিত হন।

১৯. ২০০৮ সালের আইনের ১৩ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের আইনের আগে মাদ্রাসায় শিক্ষকদের চাকরির শর্তাবলী তাদের অসুবিধাজনক হিসাবে পরিবর্তন করা উচিত নয়, তবে, রিট আবেদনকারীদের নির্ভর করা উক্ত বিধানটি তাদের কোনও সহায়তা হবে না কারণ ২০০৮ সালের আইন ঘোষণার আগে ১৯৯৭ সালের আইনে স্থানান্তরের কোনও বিধান ছিল না। তদনুসারে, ১৯৯৭ সালের আইনটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকাকালীন নিযুক্ত মাদ্রাসার শিক্ষকরা স্থানান্তর সম্পর্কিত কোনও বিধিবদ্ধ বিধানের আওতায় ছিলেন না।

২০. ২০১৩ সালের ১১ই জুলাই ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ১০বি ধারা যুক্ত করে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের সাধারণ বদলির বিধান চালু করা হয়। ২০১৩ সালের বিধিমালা বাতিল করে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (সাধারণ বদলি, বিশেষ ভিত্তিতে স্থানান্তর এবং পুনর্বণ্টন) বিধিমালা, ২০১৫ ("২০১৫ বিধিমালা") ২০১৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি জারি করা হয়। এই ধরনের বিধান/বিধিমালা এমন এক সময়ে চালু করা হয়েছিল যখন মাদ্রাসাগুলি ১৯৯৭ সালের আইন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং মাদ্রাসার শিক্ষকরা কেবল ২০০৮ সালের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

২১. এই বিষয়ে যে কোনও দৃষ্টিকোণ থেকে, মাদ্রাসা শিক্ষকদের বদলি সংক্রান্ত পদ্ধতিগুলি ২০০৮ সালের আইনের ৮ নম্বর ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা সংশোধিত এবং পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশন নিয়োগ (শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মী পদে নিয়োগ ও বদলির জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন ও সুপারিশ) বিধি, ২০২৩ (সংক্ষেপে "২০২৩ বিধি") এর ২৯ থেকে ৩৬ নম্বর বিধির সাথে পঠিত।

২২. অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন যে রিট আবেদনকারীদের যুক্তি, ২০১৫ সালের বিধি মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য করা উচিত কারণ এগুলি অন্য একটি "সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান" অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলগুলির শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছিল। এটি অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করা উচিত। যেহেতু রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলগুলি মাদ্রাসাগুলির থেকে আলাদা অবস্থানে রয়েছে, কারণ ১৯৯৭ সালের আইনের অর্থের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলগুলি এখনও "স্কুল"।

২৩. অ্যাটর্নি জেনারেল ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখের ৮৪০-এস. ই (এস) আদেশের সঙ্গে ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখের সরকারি আদেশ নং ৩৫১-এস. এস. ই/১২/ই. এস উল্লেখ করেছেন, যার মাধ্যমে বেলুর মঠের রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে স্কুলগুলিকে এই ধরনের আদেশে উল্লিখিত কিছু শর্ত সাপেক্ষে উক্ত আইনের ১৫এ ধারার অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ১৯৯৭ সালের আইনের আওতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সরকারি আদেশ নং ৩৫১-এস. এস. ই/১২/ই. এস দ্বারা ৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১২-এর আগে এস. এস. সি-র সুপারিশের ভিত্তিতে বেলুর মঠের রামকৃষ্ণ মিশনের অধীনে বিদ্যালয়গুলিতে কর্মরত শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মীরা কিছু শর্ত সাপেক্ষে ২০১৫-র নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ স্থানান্তরের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হবেন। উল্লিখিত সরকারি আদেশে পূর্ববর্তী সমস্ত আদেশের উল্লেখ রয়েছে যেখানে স্থানান্তরের বিষয়টি ছিল বিবেচনা করা হয়েছে। এটি বেলুর মঠের রামকৃষ্ণ মিশনের চিঠিকেও বোঝায়

তারিখ ২ ডিসেম্বর, ২০২১ যেখানে মিশন তাদের বিদ্যালয়ে কর্মরত সেইসব শিক্ষক এবং অ-শিক্ষক কর্মীদের পক্ষে কোনও আপত্তি জারি করেনি যারা বিশেষ ভিত্তিতে সাধারণ স্থানান্তর এবং স্থানান্তরের সুবিধা নিতে চেয়েছিল। এটি পূর্বোক্ত ভিত্তিতে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছিলেন যে বিদ্বান একক বিচারকের পর্যবেক্ষণ যে আবেদনকারীদের মামলা রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক এবং অ-শিক্ষক কর্মীদের মতো একই ভিত্তিতে রয়েছে তা ভুল।

২৪. শ্রী অ্যাটর্নি জেনারেল ১৯৯৭ সালের আইনের ২ (এন) ধারার কথা উল্লেখ করেছেন এবং আরও বলেছেন যে ১৯৯৭ সালের আইনের অর্থের মধ্যে মাদ্রাসাগুলি আর "স্কুল" নয়।

২৫. শ্রী অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন যে, রিট আবেদনকারীরা মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাদ্রাসা থেকে বিদ্যালয়ে স্থানান্তরের পূর্ববর্তী উদাহরণ দিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী তারা ২০১৫ সালের বিধিমালার সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

২৬. শ্রীমতী বৈশালী শাহের বদলি আসলে বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রতিনিযুক্তির একটি ঘটনা ছিল।

২৭. শ্রী আবু সাফিয়ান আলী আম্মেদ এবং শ্রী সুকুমার বর্মণ সম্পর্কে রিট আবেদনকারীদের দ্বারা নির্দেশিত আরও দুটি উদাহরণ বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কারণ জড়িত দুই ব্যক্তিকে মাদ্রাসা থেকে স্কুলে স্থানান্তর করা হয়নি, তবে রিট আবেদনকারীদের আবেদন থেকে স্পষ্টতই, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন দ্বারা পরিচালিত পরীক্ষা। সফলভাবে অংশগ্রহণের পরে স্কুলে নিয়োগ করা হয়েছিল।

২৮. যে কোনও ক্ষেত্রে যুক্তি দেওয়া হয় যে মাদ্রাসার শিক্ষককে কোনও বিদ্যালয়ে স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়া প্রশাসনিক তদারকি চণ্ডীগড় প্রশাসন এবং ওআরএস বনাম জগজিৎ সিং এবং ওআরএস-এ এই বিষয়ে আইন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য অনুরূপ পদে থাকা মাদ্রাসার শিক্ষকদের পক্ষে একটি স্বার্থান্বেষী অধিকার তৈরি করবে না; ১৯৯৫ (১) এসসিসি ৭৪৫ (অনুচ্ছেদ ৮)।

২৯. এটি বলা হয় যে, রিট আবেদনকারীর অভিযোগ বিবেচনা করার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিবকে নির্দেশ দেওয়া ভুল কারণ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের মাদ্রাসার বিষয়গুলির উপর কোনও প্রশাসনিক/নির্বাহী নিয়ন্ত্রণ বা তদারকি নেই।

৩০. যেহেতু সংবিধানের ১৬৬ (৩) অনুচ্ছেদের অধীনে রাজ্যপাল কর্তৃক ঘোষিত পশ্চিমবঙ্গ রুলস অফ বিজনেস, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসাহ শিক্ষা বিভাগকে ("এমএএমই বিভাগ") মাদ্রাসাহ শিক্ষা সম্পর্কিত কাজ বরাদ্দ করে, স্কুল শিক্ষা বিভাগকে নয়।

৩১. শ্রী অ্যাটর্নি জেনারেল ১২ই জুলাই ২০০৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ১৯৯-হোম (সি. ও. এন. এস)-এর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতাংশের উপর নির্ভর করেছেন, যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবসা বিধির অনুচ্ছেদ XLVI-এর সঙ্গে পাঠ করা হয়েছে, যাতে দেখা যায় যে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

৩২. বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে এটি জমা দেওয়া হয় যে তাত্ক্ষণিক আপিলের অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন এবং বিতর্কিত আদেশটি বাতিল করা প্রয়োজন।

৩৩. অ্যাটর্নি জেনারেল অবশ্য স্পষ্ট করেছেন যে স্কুল শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিব আপীল সাপেক্ষে ২০২৩ সালের ১০ই তারিখের একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ পাস করে বিতর্কিত আদেশ মেনে চলেছেন। আপীল মুলতুবি থাকা বিতর্কিত আদেশের সাথে এই ধরনের সম্মতি, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (ইউওআই) এবং ওআরএস বনাম রাম কুমার ঠাকুর; ২০০৯ (১) এসসিসি ১২২-এ স্পষ্টভাবে বর্ণিত আপিলকে অকার্যকর করে তুলবে না।

৩৪. এর বিপরীতে, রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন যে, যুক্তির খাতিরেও ধরে নেওয়া হয় যে, মাদ্রাসাহ পরিষেবা কমিশন আইন ২০০৮ (এখানে পরে 'এম. এস. সি আইন, ২০০৮' বলা হয়েছে) কার্যকর হওয়ার পরে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যবসা বিধি অনুসারে বিভাগ পরিবর্তনের পরেও রিট আবেদনকারীদের পরিষেবা অন্য একটি বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়েছে; তবে, স্বীকৃত অবস্থানটি রয়ে গেছে যে নিয়োগকর্তার এই ধরনের পরিবর্তন কর্মচারীর সম্মতি ছাড়াই করা হয়েছে যা আইনে অগ্রহণযোগ্য। এম. এস. সি আইন, ২০০৮ কার্যকর হওয়ার পর মাদ্রাসাগুলিতে নিয়োগকারী পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এর আগে বেশিরভাগ রিট আবেদনকারী ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক স্কুল পরিষেবা কমিশন (এরপরে 'ডব্লিউ. বি. আর. এস. এস. সি' নামে পরিচিত) দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল।

৩৫. উপরন্তু, রিট আবেদনকারীদের ইতিমধ্যে ওয়েস্ট দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল বেঙ্গল রিজিওনাল স্কুল সার্ভিস কমিশন (সংক্ষেপে ডব্লিউ. বি. আর. এস. এস. সি) এর আগে

এম. এস. সি আইন, ২০০৮ কার্যকর করা হয়েছে যার মাধ্যমে মাদ্রাসার নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০০৬-২০০৭ সালে এসএসসি যখন রিট আবেদনকারীদের নিয়োগ করেছিল তখন কাউন্সেলিংয়ের কোনও প্রক্রিয়া ছিল না। এর অর্থ হল, বর্তমান সময়ের বিপরীতে, উক্ত রিট আবেদনকারীদের কোনও স্কুল বা মাদ্রাসা বেছে নেওয়ার জন্য কোনও পছন্দ বা বিকল্প দেওয়া হয়নি। সুতরাং সেই প্রাসঙ্গিক সময়ে উক্ত রিট আবেদনকারীদের সাথে একইভাবে অবস্থিত কিছু প্রার্থীকে স্কুলের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল এবং বর্তমান রিট আবেদনকারীদের কাছ থেকে কোনও বিকল্প না চেয়ে মাদ্রাসাগুলির জন্য হঠাৎ করে সুপারিশ করা হয়েছিল। তবে সুপারিশের সময়, উক্ত রিট আবেদনকারীরা পক্ষপাতদুষ্ট ছিলেন না কারণ তারা জানতেন যে স্কুল এবং মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষকদের পরিষেবার শর্ত একই। অধিকন্তু, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (শিক্ষক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নির্বাচন) বিধিমালা, ২০০৬ এর প্রচলিত বিধি ১৮ (ক) অনুসারে (এখানে এসএসসি বিধি, ২০০৭ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) উক্ত রিট আবেদনকারীদের একই পদে নিয়োগের জন্য পরপর তিন বছরের জন্য আঞ্চলিক স্তরের নির্বাচন পরীক্ষা পরীক্ষায় অংশ নিতে নিষেধ করা হয়েছিল। অতএব, উক্ত রিট আবেদনকারীদের কাছে মাদ্রাসার পরিবর্তে একটি বিদ্যালয় বেছে নেওয়ার কোনও বিকল্প ছিল না বা ভবিষ্যতে কোনও স্কুল শিক্ষকের জন্য প্রযোজ্য এমন কোনও উপকারী প্রকল্পে তাদের প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হবে এমন আশঙ্কা করার কারণও ছিল না, বা তাদের আশঙ্কা করার কারণও ছিল না যে ভবিষ্যতে তাদের কখনও কোনও স্কুল শিক্ষকের চেয়ে আলাদাভাবে বিবেচনা করা হবে না বা তাদের কাছ থেকে কোনও বিকল্প ছাড়াই তাদের নিয়োগকর্তা পরিবর্তন করা হবে বলে তাদের আশঙ্কা করার কারণও ছিল না।

৩৬. এটি বলা হয় যে এস. এস. সি, স্কুল শিক্ষা বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগের অফিসে উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা এস. এস. সি-র সামনে মেনে চলার যোগ্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যদিও তিনি মাদ্রাসার শিক্ষক, এস. এস. সি-র সহকারী সচিব তাকে উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি এস. এস. সি-র আগে স্থানান্তরের আবেদন করার যোগ্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরদাতা নং ১, এবং আরও কয়েকজন উত্তরদাতা, যেমন মিলি আইচ এবং দেবজ্যোতি হালদার, তখন প্রচলিত অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এস. এস. সি-এর কাছে স্থানান্তরের জন্য সফলভাবে আবেদন করতে পারেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে একজন দেবজ্যোতি হালদার ২০১৪ সালে এস. এস. সি দ্বারা প্রকাশিত স্থানান্তরের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের তালিকায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তবে, সেখানে উল্লিখিত জ্যেষ্ঠতার মানদণ্ডের যোগ্যতা অর্জন করতে না পারায় তাঁকে বদলি দেওয়া হয়নি।

৩৭. শ্রী ভট্টাচার্য বলেছেন যে, ডাব্লু. বি. এস. এস. সি আইন ১৯৯৭-এর ধারা ১০সি-র সাংবিধানিকতা নিয়ে আলোচনা করার সময়, যা ২০১৭ সালে সংশোধনীর মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে, এই আদালতের মাননীয়া ডিভিশন বেঞ্চ রবিন টুডু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য; ২০২৩ এস. সি. সি অনলাইন ক্যাল ২১৮২-এর একটি রায়ে পণ্ডিত অ্যাটর্নি জেনারেলের এই যুক্তি গ্রহণ করেছে যে, যদিও এই আইনের ১০সি ধারার এই ধরনের সংশোধনী এবং সন্নিবেশ ২০১৭ সালে করা হয়েছিল, তবে ১৯৯৭ সালের আইন কার্যকর হওয়ার পরে স্কুল সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত সমস্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে, অনুচ্ছেদ ৮৬-এর মাননীয়া বেঞ্চ রায় দিয়েছে, "...আমরা ইতিমধ্যেই পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে বলেছি যে, উক্ত আইনের ১০ নং ধারাটি এর আগে নিযুক্ত একজন শিক্ষকের চাকরির শর্তের সীমিত পরিসরের মধ্যে প্রযোজ্য ১৯৯৭ সালের আইন কার্যকর হচ্ছে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে নয়

উক্ত আইনটি কার্যকর হওয়ার পরে করা হয়েছে, উপরোক্ত আলোচনার সমর্থনে আরও কারণ সরবরাহ করা যেতে পারে যে কোনও সরকারি চাকরিতে প্রতিটি কর্মসংস্থান চুক্তিভিত্তিক তবে এই ধরনের পরিষেবার শর্তগুলি সংবিধিবদ্ধ আইন বা এই বিষয়ে প্রণীত বিধি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং চুক্তিভিত্তিক পরিষেবার ধারণাটি তার অস্তিত্ব হারায় স্পষ্টতই, ধারা ১০সি পূর্ববর্তীভাবে এতটা পরিচালিত হতে পারে না যে এটি স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন ঘোষণার আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের পরিষেবার শর্তাবলীকে লঙ্ঘন করতে পারে না "তবে, উক্ত আদেশটিকে এসএলপি (সি) নং- ২১৯৯৬/২০২৩ এ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এবং ০৯৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে স্থানান্তর থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা কেবলমাত্র সেইসব শিক্ষকদেরই দেওয়া হয়েছে যাঁরা ১০সি ধারা কার্যকর হওয়ার আগে নিযুক্ত হয়েছিলেন। উক্ত বিষয়টি এখনও নিষ্পত্তির জন্য মুলতুবি রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ৫ই ডিসেম্বর, ২০২৩-এ পোস্ট করা হয়েছে। একইভাবে, যদিও ২০১৩ সালের সংশোধনী দ্বারা ধারা ১০বি যুক্ত ও সংশোধন করা হয়েছিল; শুধুমাত্র ধারা ১০বি-র মাধ্যমে, স্থানান্তর বিধিমালা চালু করা হয়েছে যাতে তাৎক্ষণিক উত্তরাশ্রী একটি অংশ; ১৯৯৭ সালের ডাব্লুবিএসএসসি আইন কার্যকর হওয়ার পরে রিট আবেদনকারী সহ এসএসসি দ্বারা নিযুক্ত সমস্ত শিক্ষকের ক্ষেত্রে এটি স্বাভাবিকভাবেই প্রযোজ্য হওয়া উচিত। উপরন্তু, বর্তমান রিট আবেদনকারীদের ১৯৯৭ সালের আইনের এই ধরনের সুবিধা পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশন আইন, ২০০৮-এর ১৩ ধারার অধীনেও সুরক্ষিত; যেখানে বলা হয়েছে, "এই আইনের অন্যত্র যা কিছু থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে মাদ্রাসার নিয়োগে শিক্ষকদের চাকরির শর্তাবলী, এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে তাদের অধিষ্ঠিত পদে নিয়োগের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলীর ক্ষেত্রে, সেই শিক্ষকের অসুবিধার জন্য পরিবর্তন করা হবে না।"

৩৮. শ্রী ভট্টাচার্য বলেছেন যে, হাইকোর্টের স্থগিতাদেশের কারণে মাদ্রাসায় শিক্ষকদের অভাব রয়েছে বলে রিট আবেদনকারীদের আবেদন প্রাথমিকভাবে এমএএমই প্রত্যাখ্যান করেছিল। তবে, কলকাতা হাইকোর্ট বা ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক স্থগিতাদেশের কোনও আদেশ না থাকায় আবেদনকারীরা নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করতে পারেন।

৩৯. আবেদনকারীর এই যুক্তি যে কিছু রিট আবেদনকারী এম. এস. সি-র অধীনে স্থানান্তরের সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং তাই তারা এখন অ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের জন্য উৎসবশ্রী অনলাইন পোর্টালে ফিরে আসতে পারবেন না, তা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ সেই সময়ে কিছু রিট আবেদনকারী উৎসবশ্রী অনলাইন পোর্টাল চালু না করার পরিপ্রেক্ষিতে এম. এস. সি দ্বারা শুরু করা স্থানান্তরের জন্য অংশ নিয়েছিলেন। প্রাসঙ্গিক সময়ে উক্ত শিক্ষকদের অন্য কোনও বিকল্প ছিল না। তবে এই প্রকল্পটি চালু হওয়ার পরে এবং মাদ্রাসার শিক্ষকদের এতে অংশ নেওয়ার অস্বীকারকে চ্যালেঞ্জ করার পরে, সেই রিট আবেদনকারীরা স্বেচ্ছায় এম. এস. সি দ্বারা এই ধরনের স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া থেকে বিরত ছিলেন।

৪০. শ্রী ভট্টাচার্য বলেন যে, এমন বেশ কয়েকটি উদাহরণ রয়েছে যেখানে মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষকদের বিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনার বা ডব্লিউ. বি. এস. এস. সি দ্বারা বিদ্যালয়ে স্থানান্তরের জন্য যথাযথভাবে সুপারিশ করা হয়েছে এবং উক্ত সুপারিশ এবং স্থানান্তর আদেশ অনুসারে সেই দায়িত্বপ্রাপ্তদের রয়েছে

ইতিমধ্যে বিদ্যালয়গুলিতে যোগদান করেছেন এবং তাদের পরিষেবা অব্যাহত রেখেছেন; যেমন মেতেকোনা মৌলানা আবু তাহের সিনিয়র মাদ্রাসার একজন সহকারী শিক্ষক শ্রীমতি বৈশালী সাহাকে স্কুল শিক্ষা কমিশনার সুপারিশ করেছেন এবং সেই অনুযায়ী মেমো নং ডব্লিউ. বি. বি. এস. ই/আপ্ট./কে. ও. এল/জি. টি (এস)/এটি-১৯২/১ তারিখ ১০.১২.২০২০-এর মাধ্যমে কাসবা চিত্তরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে; একইভাবে, একজন সহকারী শিক্ষক শ্রীমতি দেবলীনা চ্যাটার্জি দত্ত নামে নিমদিঘি উচ্চ মাদ্রাসার (এইচ. এস.) পশ্চিমবঙ্গ স্কুল পরিষেবা কমিশন (সাধারণ স্থানান্তর, বিশেষ ভিত্তিতে স্থানান্তর এবং পুনর্বিন্যাস) বিধি, ২০১৫ অনুসারে ডাব্লু. বি. সি. এস. সি দ্বারা সুপারিশ করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী যাদবপুর বাঘজাতিন উচ্চ বিদ্যালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৪১. শ্রী ভট্টাচার্য মাদ্রাসা কমিশন কর্তৃক 'কোনও আপত্তি না করার' প্রাথমিক কারণ হল পরিস্থিতিগত সমস্যাগুলি দেখানোর জন্য আপীলের অধীনে আদেশের সাথে সম্মতি রেখে সহকারী সচিব বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক গৃহীত যুক্তিসঙ্গত আদেশের কথা ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন। শ্রী ভট্টাচার্য যুক্তিসঙ্গত আদেশের ১০ অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে বলেছেন যে, মূলত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, ২০০৮ সালের আইনের আগে নিযুক্ত শিক্ষকদের 'কোনও আপত্তি ছাড়াই' বিদ্যালয়গুলিতে বদলি করা যেতে পারে। অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে

"১০. বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের চিঠির জবাবে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ তাদের চিঠির উত্তর দেয়। ২৮৯৮-এমডি-৯৯০১১/১৯৭/২০২২-বিভাগ

(এমএএমই) তারিখ ২১.১২ ২০২২, স্কুল শিক্ষা বিভাগকে। আজ শুনানিতে আমার সামনেও একই কথা রাখা হয়েছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এই চিঠির মাধ্যমে জানিয়েছে যে, সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা নিম্নোক্ত কারণে উৎসবশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে মাদ্রাসাগুলি থেকে স্কুলে আবেদনকারীদের স্থানান্তরের জন্য কোনও অনাপত্তি দেওয়ার মতো অবস্থানে নেই।

ক. বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মীদের তীব্র ঘাটতি রয়েছে বর্তমানে মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক ও অ-শিক্ষক পদে মোট ৫৭৩৪টি শূন্যপদ রয়েছে যার মধ্যে সহকারী শিক্ষক পদে ৪৫০০টিরও বেশি শূন্যপদ রয়েছে। মাদ্রাসাগুলি থেকে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের স্থানান্তরের ফলে মাদ্রাসাগুলিতে শূন্যপদ আরও বৃদ্ধি পাবে যার ফলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তীব্র সমস্যা দেখা দেবে।

খ. মাদ্রাসার শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের জন্য নতুন করে নিয়োগ করতে সময় লাগবে, কারণ সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলার কারণে সেই সময় পর্যন্ত মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ভুগবে।

গ. ১৯ জন আবেদনকারীর মধ্যে ১২ জন আবেদনকারী ডাব্লু বি মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশনে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করেছিলেন কারণ তারা স্থানান্তরের জন্য পছন্দের মাদ্রাসাগুলি পাননি, তারা উৎসবশ্রী পোর্টালের আওতায় আসতে চান। তাদের এখনও ডাব্লু বি মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন নিয়োগ (নিয়োগের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন এবং সুপারিশ এবং শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মী পদে স্থানান্তরের জন্য ব্যক্তিদের সুপারিশ) বিধি ২০১০ অনুসারে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী স্থানান্তর করার উপায় রয়েছে।

ঘ. আবেদনকারীরা স্বীকৃত সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়-এর শিক্ষকদের মতো একই আর্থিক সুবিধা পান।

ঙ. মাদ্রাসার কর্মীদের সুপারিশ, নিয়োগ ও স্থানান্তর ডব্লিউ বি মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন আইন 2008 এবং ডব্লিউ বি মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন নিয়োগ (শিক্ষক ও অ-শিক্ষক পদে নিয়োগ ও স্থানান্তরের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন ও সুপারিশ) বিধি ২০১০ এর বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়।সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন মাদ্রাসা থেকে স্কুল শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যালয়ে কর্মীদের স্থানান্তর এবং এই বিভাগ কর্তৃক কোনও আপত্তি না দেওয়ার জন্য এই ধরনের কোনও বিধান নেই।

চ. আবেদনকারীদের মামলা শুরু হওয়ার সাথে সাথে মাদ্রাসাগুলি থেকে বিদ্যালয়ে স্থানান্তরের পরে, মাদ্রাসার অন্যান্য বিপুল সংখ্যক কর্মীও একইভাবে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে পারেন যার ফলে মাদ্রাসাগুলিতে এবং আরও আদালতের মামলাগুলিতে কর্মীদের আরও ঘাটতি দেখা দেয়।

উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতিতে, এই বিভাগটি উৎসবশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে মাদ্রাসাগুলি থেকে বিদ্যালয়গুলিতে আবেদনকারীদের স্থানান্তরের জন্য কোনও অনাপত্তি দেওয়ার মতো অবস্থানে নেই।

৪২. শ্রী ভট্টাচার্য ১৯৮ ডিসেম্বর, ২০১৩ তারিখে সোমনাথ ঘোষের একটি রিট পিটিশন সচিব, ডব্লিউ. বি. এস. এস. সি-র কাছে উল্লেখ করেছেন যাতে সাধারণ স্থানান্তর বিধি ২০১৩ এবং নিয়ম-১-এর উপ-নিয়ম (ই)-এর অধীনে সাধারণ স্থানান্তরের জন্য তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে

বিজ্ঞপ্তি নং. ১৩২৫-এসই/এস/১৮-০৪/৯৫ তারিখ ০৩.১০.০১৩ এবং ডাব্লুবিএসএসসি-র ২৮৮ জানুয়ারী, ২০১৪ তারিখের অনুসারে। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে উত্তরে সহকারী সচিব, ডাব্লুবিএসএসসি শ্রী ঘোষকে ডাব্লুবিএসএসসি (সাধারণ স্থানান্তর) বিধিমালা ২০১৩-এর ধারা ৯ (১) অনুসারে সাধারণ স্থানান্তরের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে পদ্ধতি অনুসারে আবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যা স্পষ্টভাবে দেখায় যে ২০০৮ সালের আইনের আগে নিযুক্ত শিক্ষকরা ডাব্লুবিএসএসসি দ্বারা প্রণীত স্থানান্তর বিধি দ্বারা সরকার হবেন।

৪৩. এর পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্বান একক বিচারপতির প্রদত্ত আদেশ বহাল রাখতে হবে এবং স্থানান্তরের জন্য এম. এস. সি-কে 'অনাপত্তি শংসাপত্র' জারি করার নির্দেশ দিয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করতে হবে।

৪৪. এম. এস. সি-র পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী প্রসেনজিৎ মুখার্জি বলেন যে, সমস্ত আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক বিদ্যালয় পরিষেবা কমিশন দ্বারা পরিচালিত ৬ষ্ঠ ও ৭ম আর. এল. এস. টি ২০০৬ এবং ২০০৭-এ অংশ নিয়েছিলেন এবং সফল প্রার্থী হওয়ায় তাদের নাম প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক বিদ্যালয় পরিষেবা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সচিব বিভিন্ন মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদনকারী/উত্তরদাতাদের নাম সুপারিশ করেছিলেন। তৎকালীন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক বিদ্যালয় পরিষেবা কমিশন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য পৃথক প্যানেল প্রস্তুত করেছিল। মাদ্রাসা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উভয়ের সহকারী শিক্ষক পদের জন্য কোনও যৌথ প্যানেল ছিল না এবং স্বীকারযোগ্যভাবে মাদ্রাসা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক প্যানেল ছিল। যেহেতু আবেদনকারীরা উপস্থিত ছিলেন

কাউন্সেলিং এবং সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসাগুলির জন্য বেছে নেওয়া, সুপারিশগুলি যথাযথভাবে তাদের পক্ষে জারি করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সংশ্লিষ্ট পদে যোগদান করা হয়েছিল এবং ১৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের পরিষেবা প্রদানের পরে উৎসবশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে স্কুল শিক্ষা বিভাগের অধীনে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তর প্রক্রিয়া বেছে নিতে পারবেন না।

৪৯. রিট আবেদনকারী নম্বর ১,২,৬,৭,৮,৯,১০,১১,১২,১৩,১৮ এবং ১৯ ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশনের জারি করা প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানান্তরের জন্য তাদের আবেদনে জমা দিয়েছিলেন ৩৩ নং পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশন নিয়োগ (শিক্ষক ও অ-শিক্ষক পদে নিয়োগ ও স্থানান্তরের জন্য ব্যক্তিদের নির্বাচন ও সুপারিশ) বিধি ২০১০। উনিশ জনের মধ্যে বারো জন রিট আবেদনকারী/উত্তরদাতারা ইতিমধ্যে উক্ত ২০১০ বিধির নিয়ম ৩৩ আহ্বান করেছিলেন এবং যখন তারা স্থানান্তরের জন্য তাদের পছন্দের মাদ্রাসা পেতে ব্যর্থ হন, তখন তারা উৎসশ্রী পোর্টালের আওতায় থাকা বিদ্যালয়গুলিতে স্থানান্তর করতে চেয়েছিলেন। ২০২১ সালে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশন উৎসবশ্রী পোর্টালের মতো অনলাইন স্থানান্তর প্রক্রিয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে এবং প্রায় ৪০০০ এরও বেশি প্রার্থী অনলাইন স্থানান্তর প্রক্রিয়ার সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং স্থানান্তর প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৪৬. পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন আইন, ২০০৮ কার্যকর হওয়ার আগে, ২০০৬-২০০৭ সালে, পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন, ১৯৯৭ অনুসারে বিভিন্ন সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করত।

প্রাসঙ্গিক সময়ে বদলি করার কোনও বিধান ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন সংশোধনী আইন ২০০৮ কার্যকর হওয়ার পরে এবং ধারা ২-এর ধারা (এন)-এর পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসাকে 'স্কুল' শব্দটি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং ধারা (পি) ধারা ২-এর সংশোধনী অনুসারে মাদ্রাসার শিক্ষকদেরও উক্ত আইনের 'শিক্ষক' পদ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন আইন ১৯৯৭ বা পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন সংশোধনী আইন ২০০৮-এর কোনওটিতেই বদলির কোনও বিধান ছিল না।

৪৭. পরবর্তীকালে ১১.০৩.২০১৫ তারিখের প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (সাধারণ স্থানান্তর, বিশেষ ভিত্তিতে স্থানান্তর এবং পুনর্বণ্টন) বিধিমালা ২০১৫ এর প্রজ্ঞাপনের পরে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের স্থানান্তরের অধিকার দেওয়া হয়েছে, ২০১৫ সালের বিধি ২ (এম) এর শর্তাবলী অনুসারে ০৮/০৯/২০২১ তারিখে সংশোধিত তবে পশ্চিমবঙ্গের সহায়তাপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক বা শিক্ষকদের নয়। ১১/০৩/২০১৫ এবং ০৮/০৯/২০২১ তারিখের প্রজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে, উৎসবশ্রী পোর্টালের আওতায় স্থানান্তরের সুবিধা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, শিক্ষক বা সহকারী শিক্ষক বা সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষককে নয়।

৪৮. ২০১৪ সালে, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন আইন ২০০৮-এর কিছু বিধানকে আল্‌ট্রাভিয়ার্স ঘোষণা করা হয়েছিল এবং উক্ত বিষয়টি ২০২০ সালের ৬ই জানুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত ছিল এবং শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন আইন ২০০৮-কে সাংবিধানিক বলে রায় দেয়। ২০১৪-২০২০ সাল থেকে দীর্ঘদিন ধরে মামলা মোকদ্দমার কারণে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারেনি।

মামলা-মোকদ্দমা বিচারাধীন থাকার কারণে বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষক ও বেসরকারি কর্মীদের তীব্র ঘাটতি রয়েছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষক ও বেসরকারি পদে মোট ৫৭৩৪টি শূন্যপদ রয়েছে যার মধ্যে সহকারী শিক্ষক বিভাগে ৪৫০০টিরও বেশি শূন্যপদ রয়েছে। মাদ্রাসাগুলি থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের স্থানান্তরের ফলে মাদ্রাসাগুলিতে শূন্যপদ আরও বাড়বে যার ফলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় তীব্র সমস্যা দেখা দেবে।

৪৯. সমস্ত আবেদনকারী স্বীকৃত বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো একই আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা পরিষেবা কমিশন আইন ২০০৮-এর অধীনে বা ২০১০-এর নিয়মাবলীর অধীনে সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষকদের পশ্চিমবঙ্গের স্কুল শিক্ষা বিভাগের অধীনে সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়ার কোনও বিধান নেই। সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসাগুলি সংখ্যালঘু বিষয়ক বিভাগ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা স্কুল শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং উৎসবশ্রী পোর্টালের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য বিভিন্ন মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষককে এই বিভাগ দ্বারা কোনও আপত্তি না দেওয়ার কোনও বিধান নেই।

৫০. তাই এই তাৎক্ষণিক আপিল খারিজ হওয়ার যোগ্য।

৫১. মূল সমস্যা হলো, ২০০৮ সালের পশ্চিম বঙ্গ মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন আইন কার্যকর হওয়ার পর, ১৯৯৭ সালের আইনের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য কি এই জোর দেওয়া উন্মুক্ত থাকবে যে, তাদের আবেদন এসএসসি কর্তৃক প্রক্রিয়াকরণের জন্য উক্ত আইনের অধীনে সাধারণ বদলি বিধি প্রয়োগ করা আবশ্যক।

৫২. ২০০৮ সালের আইন প্রবর্তনের সময় ১৯৯৭ সালের আইনের অধীনে কোনও স্থানান্তর নীতি ছিল না।

৫৩. ২০০৮ সালের আইনের ১৩ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৮ সালের আইনের আগে মাদ্রাসায় শিক্ষকদের চাকরির শর্তাবলী তাদের অসুবিধাজনক হিসাবে পরিবর্তন করা উচিত নয়। ২০০৮ সালের আইন ঘোষণার আগে ১৯৯৭ সালের আইনে বদলি করার কোনও বিধান ছিল না। তদনুসারে, ১৯৯৭ সালের আইনটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য থাকাকালীন মাদ্রাসায় নিযুক্ত শিক্ষকরা বদলি সম্পর্কিত কোনও বিধিবদ্ধ বিধানের আওতায় ছিলেন না। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের সাধারণ স্থানান্তরের বিধানটি ১১ জুলাই, ২০১৩-এ চালু করা হয়েছিল এবং ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ধারা ১০খ যুক্ত করা হয়েছিল। ২০১৩ সালের বিধিমালা বাতিল করে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (সাধারণ স্থানান্তর, বিশেষ ভিত্তিতে স্থানান্তর এবং পুনর্বণ্টন) বিধিমালা, ২০১৫ (সংক্ষেপে "২০১৫ বিধিমালা") ২০১৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি জারি করা হয়। ২০০৮ সালের আইনের অধীনে স্থানান্তর বিধিমালা ১৯৯৭ সালের আইনের অধীনে প্রণীত স্থানান্তর বিধিমালা থেকে আগে। স্বীকারযোগ্য এবং স্পষ্টতই এই স্থানান্তর বিধিমালা এমন এক সময়ে চালু করা হয়েছে যখন মাদ্রাসাগুলিকে ১৯৯৭ সালের আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং মাদ্রাসার শিক্ষকরা কেবল ২০০৮ সালের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। তাদের স্থানান্তরের তারিখ হিসাবে স্থানান্তর নিয়মের অনুপস্থিতিতে এটি যুক্তি দেওয়া যায় না যে এই ধরনের স্থানান্তর আদেশ এম. এস. সি, ২০০৮ এবং ২০১০-এর স্থানান্তর নিয়মগুলি ২০০৮ আইনের ১৩ ধারার অধীনে সংরক্ষিত এবং সুরক্ষিত তাদের অধিকারকে প্রভাবিত করবে। উপরন্তু স্থানান্তর পরিষেবার শর্তের আনুষঙ্গিক এবং ২০১০ সালের নিয়মের কারণে রিট আবেদনকারী দাবি করতে পারবেন না যে তাদের

এস. এস. সি আইনের অধীনে স্থানান্তরের আবেদন বিবেচনা করতে হবে। এম. এস. সি আইন, ২০০৮-এর অধীনে মাদ্রাসায় স্থানান্তরিত সমস্ত শিক্ষক ২০১০-এর বিধি অনুসরণ করে মাদ্রাসার মধ্যে স্থানান্তরের সুবিধা নিয়েছেন। তারা কখনও ২০১০-এর বিধিগুলির ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করেনি।

৫৪. অধিকন্তু, মাদ্রাসা আইনটি এস. কে. মো. রফিক বনাম ম্যানেজিং কমিটি, কনটাই রহমানিয়া উচ্চ মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ২০২০ (৬) এস. সি. সি ৬৮৯ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বহাল রেখেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালের স্থানান্তর বিধি রিট পিটিশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রবিন টুডু (উপরে)-র সিদ্ধান্তটি কোনও সহায়ক হতে পারে না কারণ এটি স্পষ্টভাবে বলেছে যে ১৯৯৭ সালের আইন কার্যকর হওয়ার পরে এস. এস. সি দ্বারা নিযুক্ত সমস্ত শিক্ষকের জন্য ধারা ১০ (সি) প্রযোজ্য হবে। যেমনটি আগে বলা হয়েছে, এস. এস. সি-র অধীনে নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য স্থানান্তর বিধি ১১ জুলাই, ২০১৩-এ প্রথমবার চালু করা হয়েছিল।

৫৫. বর্তমান রিট আবেদনকারীদের স্কুল থেকে মাদ্রাসায় স্থানান্তরের সময় কোনও বিকল্প দেওয়া হয়নি এই যুক্তি এই পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা স্বেচ্ছায় মাদ্রাসায় যোগদান করতে সম্মত হয়েছেন ২০০৮ সালের আইনের ১৩ ধারার অধীনে তাদের সুযোগ-সুবিধা এবং সুরক্ষা বহন করে। এটি একটি সচেতন এবং স্বেচ্ছাসেবী সিদ্ধান্ত ছিল। অধিকন্তু, বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট জেনারেলের ব্যাখ্যা অনুসারে, রিট আবেদনকারীদের রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলের শিক্ষকদের সমান বিবেচনা করা যাবে না কারণ মিশন তাদের স্কুলে কর্মরত শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের পক্ষে কোনও আপত্তি জানায়নি, যারা বিশেষ কারণে সাধারণ স্থানান্তর এবং স্থানান্তরের সুযোগ পেতে চান। ১৯৯৭ সালের আইনের ধারা ২(এন) এর অর্থ অনুসারে মিশন স্কুলগুলিকে "স্কুল" হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

৫৬. ১৯৯৭ সালের আইনের ২ (এন) ধারার অধীনে বিদ্যালয়কে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

"২ (ণ)." বিদ্যালয় "মানে একটি স্বীকৃত বেসরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত-

(i) মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বা অনুরূপ বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের অংশ বা বিভাগ, যারা মাধ্যমিক শিক্ষায় নির্দেশনা প্রদান করে; অথবা

(ii) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ ব্যতীত) বা অনুরূপ বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের অংশ বা বিভাগ, যারা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় নির্দেশনা প্রদান করে; অথবা

(iii) মাদ্রাসায়,

এবং একটি স্পন্সর স্কুল অন্তর্ভুক্ত।

ব্যাখ্যা- একটি বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত ব্যাকরণগত বৈচিত্র্যের সাথে স্বীকৃত, এর অর্থ হবে -

(ক) পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড আইন, ১৯৬৩ এর অধীনে স্বীকৃত বা স্বীকৃত বলে বিবেচিত, অথবা

(খ) পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ আইন, ১৯৭৫ এর অধীনে স্বীকৃত, অথবা

(গ) পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন, ১৯৯৪ এর অধীনে স্বীকৃত বা স্বীকৃত বলে বিবেচিত।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যাঃ- কোনও বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে ব্যবহৃত ব্যাকরণগত বৈচিত্র্য সহ "সাহায্যপ্রাপ্ত" শব্দের অর্থ সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মৌলিক বেতনের জন্য আর্থিক সহায়তার আকারে রাজ্য সরকারের সহায়তা।

তৃতীয় ব্যাখ্যা- "মৌলিক বেতন" অর্থ কোন বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষকের মাসিক বেতন, যা সেই বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্তৃক অধিষ্ঠিত পদের বেতন-স্কেলের একটি পর্যায়ের সাথে মিলে যায়।"

চতুর্থ ব্যাখ্যা -"মাধ্যমিক শিক্ষা"-র অর্থ পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ আইন, ১৯৬৩-এর ২য় ধারার (১) ধারার মতোই হবে।

পঞ্চম ব্যাখ্যাঃ-"উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার" অর্থ পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ আইন, ১৯৭৫-এর ২য় ধারার (ঘ) ধারার মতোই হবে।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যাঃ- "স্পন্সরড স্কুল" অর্থ রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা স্পন্সরড স্কুল হিসাবে ঘোষিত একটি স্কুল;

৫৭. সোমনাথ ঘোষের চিঠির জবাবে অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যাখ্যা করেছেন যে, শ্রী সোমনাথ ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে ২০১৩ সালের স্থানান্তর বিধিমালা অনুযায়ী শ্রী ঘোষের পক্ষে সাধারণ স্থানান্তর বিবেচনা করার কোনও অধিকার তৈরি করা যাবে না। সহকারী সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২৮শে জানুয়ারি, ২০১৪ তারিখের যোগাযোগ থেকে জানা যায় যে, উক্ত কর্তৃপক্ষ শ্রী সোমনাথ ঘোষের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তরে ২০১৩ সালের বিধিমালা উল্লেখ করেছে। শ্রী ঘোষের চিঠি নিজেই দেখাবে যে তিনি সাধারণ স্থানান্তর বিধিমালা ২০১৩-এর যোগ্যতার মানদণ্ড এবং যে পদ্ধতিতে এটি করা যায় না সে সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন।

৫৮. যাই হোক না কেন, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের উক্ত উত্তরটি শ্রী ঘোষের পক্ষে কোনও অধিকার তৈরি করতে পারে না কারণ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের স্থানান্তর বিবেচনা করার কোনও কর্তৃত্ব বা এক্তিয়ার নেই

২০০৮ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশন থেকে মাদ্রাসায় যোগদানকারী একজন শিক্ষকের আবেদন এবং তাদের পরিষেবার শর্তাবলী ২০১০ এবং ২০২৩ বিধি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। তাছাড়া, আগে যেমন পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে এস. এস. সি-র মাধ্যমে নিযুক্ত শিক্ষকদের ২০১৩ সালের আগে কোনও স্থানান্তরের নিয়ম ছিল না। শ্রী ঘোষ ইতিমধ্যে ২০২১ সালে স্থানান্তরের জন্য তাঁর বিকল্পটি ব্যবহার করেছিলেন যা ২০২১ সালে এম. এস. সি দ্বারা দাখিল করা হলফনামা থেকে স্পষ্ট হবে।

৫৯. ২০০৮ সালে এস. এস. সি থেকে মাদ্রাসায় বদলি হওয়া কোনও শিক্ষকের পক্ষে কোনও বদলির অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তীকালে মাদ্রাস থেকে এস. এস. সি-তে স্থানান্তরের অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হলেও এটি কোনও রিট আবেদনকারীর পক্ষে কোনও অধিকার তৈরি করতে পারে না। এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে কর্তৃপক্ষ একইভাবে অবস্থিত অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট আদেশ পাস করেছে তা বৈষম্যের আবেদনে আবেদনকারীর পক্ষে রিট জারি করার ভিত্তি হতে পারে না। যদি অন্য ব্যক্তির পক্ষে আদেশটি আইনের পরিপন্থী বলে প্রমাণিত হয় বা মামলার তথ্যে ওয়ারেন্টযুক্ত না হয় তবে এটি স্পষ্ট যে এই ধরনের অবৈধ বা অযৌক্তিক আদেশকে কর্তৃপক্ষকে অবৈধতার পুনরাবৃত্তি করতে বা অন্য কোনও অযৌক্তিক আদেশ পাস করতে বাধ্য করে রিট জারি করার ভিত্তি করা যাবে না। (দেখুন। চণ্ডীগড় প্রশাসন এবং আনআর। (সুপ্রা) অনুচ্ছেদ ৮)

৬০. যাই হোক না কেন, আমরা ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত করেছি যে, রিট আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে সাদৃশ্য দেখানোর জন্য যে উদাহরণগুলির উপর নির্ভর করা হয়েছে তা বাস্তবিকভাবে ভুল এবং একই রকম নয়।

৬১. বিদ্বান একক বিচারক এই ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে হয় যে রিট আবেদনকারীদের রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষকদের মতো একইভাবে স্থাপন করা হয়েছে। আমরা পূর্বেই উক্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি যা

দেখাবে যে মিশনের অনুরোধে স্থানান্তর নীতিটি মিশনের শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য করা হয়েছে এবং উক্ত মিশনের অধীনে স্কুলগুলিকে স্কুল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই বিষয়টি বিদ্বান একক বিচারকের নজরে আনা যায়নি কারণ উত্তরদাতাকে এই জাতীয় তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য একটি হলফনামা দাখিল করার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। প্রতিটি মামলার প্রাসঙ্গিক আইনি নীতি অনুসারে তার নিজস্ব যোগ্যতা, বাস্তব এবং আইনী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। মাদ্রাসা থেকে বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের স্থানান্তরের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য স্কুল শিক্ষা বিভাগকে কোনও নির্দেশ দেওয়ার আগে রিট আবেদনকারীদের আইনি অধিকার দেখানোর জন্য সমস্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য নথিভুক্ত করার জন্য উত্তরদাতাদের একটি সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া, রিট আবেদনকারীরা মাদ্রাসার স্থানান্তর বিধি অনুসারে কাজ করেছেন এবং এই ধরনের স্থানান্তর আবেদনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মাদ্রাসা কমিশনের কর্তৃত্ব সম্পর্কিত কোনও বিরোধ উত্থাপন থেকে তারা এখন স্পষ্টভাবে বিচ্ছিন্ন। শ্রী ভট্টাচার্য যুক্তি দেখিয়েছেন যে এই আইনের বিরুদ্ধে কোনও বাধা থাকতে পারে না। যাইহোক, তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে ২০০৮ সালের আইন কার্যকর হওয়ার পরে ২০০৮ সালে এস. এস. সি থেকে স্থানান্তরিত শিক্ষকদের ২০১০ সালের বিধি দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে, তারা উক্ত নিয়মগুলি গ্রহণ করেছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করেছে। সমসাময়িকভাবে কোনও নিয়মের বিরুদ্ধে কোনও চ্যালেঞ্জের অভাবে এবং মাদ্রাসা আইনটি সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক বহাল রাখার বিষয়টি বিবেচনা করে, রিট আবেদনকারীদের পক্ষে যুক্তি দেওয়া আর উন্মুক্ত নয় যে তাদের স্থানান্তরটি ২০১৩ সালের নিয়ম অনুযায়ী এস. এস. সি দ্বারা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৬২. রিট আবেদনকারীদের যুক্তি যে স্কুল শিক্ষা বিভাগ চ্যালেঞ্জের অধীনে আদেশটি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করেছে, তা এম. এস. সি-র পক্ষে 'অনাপত্তি শংসাপত্র' জারি না করার জন্য আর উন্মুক্ত নয়। আমরা এর আগে জনাব অ্যাটর্নি জেনারেলের যুক্তি লক্ষ্য করেছি যে এস. এস. সি-র সম্মতি আদেশ অবমাননার হুমকির উপর ছিল। আবেদনকারী নং ১ ১১ এপ্রিল, ২০২২-এ আবেদন করেছিলেন। আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখার আবেদনটি ১২৫ এপ্রিল, ২০২২-এ দায়ের করা হয়েছিল। এরপরে বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে আবেদনটি ২১% এপ্রিল, ২০২২-এ দায়ের করা হয়েছিল। অবমাননার নোটিশটি ১৫ জানুয়ারী, ২০২২-এ জারি করা হয়েছিল এবং অবমাননার আবেদনটি ৪ নভেম্বর, ২০২২-এ দায়ের করা হয়েছিল। আবেদনকারী ২০২৩ সালের ১৬ই আগস্ট ২ নম্বর নম্বর আবেদন করা হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে, শিক্ষা বিভাগ একক বিচারপতির আদেশ গ্রহণ করেনি, কিন্তু অবমাননার হুমকির বিষয়ে উক্ত আদেশ মেনে চলেছে। শ্রী অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন যে, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আবেদন ও আবেদনের শুনানি ২০২৩ সালের ১৮ই জানুয়ারির আগে করা যায়নি এবং এর মধ্যে ২০২২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারির আদেশ মেনে স্কুল শিক্ষা বিভাগ ২০২৩ সালের ১০ই জানুয়ারি একটি যুক্তিসঙ্গত আদেশ জারি করে। মনে হয় ২০২৩ সালের ১৮ই জানুয়ারি সমন্বয় বেঞ্চ আবেদনকারীকে নির্দেশ দেয়, না। ১ বিজ্ঞ একক বিচারক এবং আপিল নং ২-এর আদেশের পরবর্তী উন্নয়নের হলফনামায় একটি প্রতিবেদন পেশ করা যাতে হলফনামার উপর একটি পৃথক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তার অবস্থান ব্যাখ্যা করা যায়। এটি একটি নিষ্পত্তি আইন যে অবমাননার কার্যধারা এড়ানোর জন্য উচ্চতর ফোরামে আপিল মুলতুবি থাকা বাস্তবায়ন আপিলকে ফলপ্রসূ করে না। (দেখুন রাম কুমার ঠাকুর (সুপ্রা) অনুচ্ছেদ ২,৩ এবং ৭)।

৬৩. অধিকন্তু, ২০০৮ সালের আইন এবং ২০১০ সালের স্থানান্তর বিধিমালা জারির কারণে ২০১৩ সালের বিধিমালা অনুযায়ী বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক স্থানান্তর আবেদনের বিবেচনার বিষয়ে স্কুল শিক্ষা বিভাগ সম্মতি দেওয়ার আগে একটি আপিল উত্থাপন করেছে বলে মনে হয়।

৬৪. ২০০৮ সালের ৩০শে মার্চ, ২০১২ তারিখের ভারতীয় সংবিধানের ১৬৬ অনুচ্ছেদের ৩য় ধারার অধীনে জারি করা রুলস অফ বিজনেসের সঙ্গে পাঠ করা ২০০৮ সালের আইনের কারণে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ মাদ্রাসার উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে, যাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে মাদ্রাসার উপর কার নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত, অর্থাৎ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাস শিক্ষা বিভাগ, এই ধরনের বিজ্ঞপ্তিগুলির অধীনে বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের প্রধান সচিবকে স্থানান্তরের আবেদন বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে না। এখতিয়ারের স্পষ্ট দ্বিখণ্ডনের কারণে মাদ্রাস থেকে বিদ্যালয়ে স্থানান্তরের আবেদন বিবেচনা করার ক্ষমতা ও এখতিয়ারের উপর উক্ত কর্তৃপক্ষ আর ন্যস্ত নয়। নিয়োগ নীতি, নির্বাচন এবং পরিষেবার শর্তাবলী দুটি ভিন্ন আইনের অধীনে কাজ করছে। প্রকৃতপক্ষে নিয়োগ ও স্থানান্তর বিধিমালা অর্থাৎ ২০১০ বিধি এস. এস. সি দ্বারা নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য স্থানান্তর বিধিমালাটির অনেক আগে থেকে কার্যকর হয়েছে। বারো জন রিট আবেদনকারী প্রকৃতপক্ষে, স্থানান্তরের জন্য ২০১০-এর নিয়ম ৩৩-এর সুবিধা নিয়েছেন এবং যখন তারা স্থানান্তরের জন্য তাদের পছন্দের মাদ্রাসা পেতে ব্যর্থ হয়েছেন, তখন তারা উৎসবশ্রী পোর্টালের আওতায় থাকা বিদ্যালয়গুলিতে স্থানান্তরিত হতে চেয়েছিলেন। এম. এস. সি দ্বারা দায়ের করা হলফনামায় এটি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এম. এস. ই দ্বারা দায়ের করা হলফনামায় বিষয়টি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে এবং তার অবস্থানকে ন্যায়সঙ্গত করা হয়েছে যে রিট আবেদনকারীরা বিদ্যালয়ে স্থানান্তরের জন্য বিবেচিত হওয়ার অধিকারী নয়।

রিট আবেদনকারীদের কখনই মাদ্রাসা বিদ্যালয়ের মধ্যে স্থানান্তর অস্বীকার করা হয়নি। স্থানান্তর কেবল মাদ্রাসা পরিষেবার ক্যাডারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমরা মনে করি যে আপিলকারীদের উপরের পার্থক্যটি স্পষ্ট করার জন্য একটি হলফনামা দাখিল করার এবং যথাযথ বিচারের জন্য প্রাসঙ্গিক উপকরণগুলি নথিভুক্ত করার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল।

৬৫. উপরের বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিদ্বান একক বিচারকের আদেশটি বাতিল করে দিই।

৬৬. আপিলগুলি সফল হয় এবং সমস্ত সংযুক্ত আবেদনগুলি নিষ্পত্তি করা হয়।

৬৭. আপত্তিকর আদেশ বাতিল করা হল।

আমি একমত **(বিচারপতি সৌমেন সেন,)**

(বিচারপতি উদয় কুমার,)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly